প্রথম আলো

তারিখ ... 29 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২

সমাবর্তন অনুষ্ঠান পণ্ড

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন জরুরি

এশিয়ান ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন অনুষ্ঠান পণ্ড হওয়ার ঘটনাটি দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি ধারণা তুলে ধরার জন্য যথেষ্ট। বিশ্ববিদ্যালয় যদি শুধু ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে এবং এ ব্যাপারে যদি যথাযথ আইন না থাকে, তবে যা হওয়ার তাই হচ্ছে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে। অথচ বর্তমানে প্রায় দুই লাখ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকদের ব্যবসায়িক মনোভাবের কাছে জিম্মি হয়ে আছেন।

এশিয়ান ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন অনুষ্ঠান পণ্ড হওয়ার কারণ, অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ও রাষ্ট্রপতি যোগ দেননি। জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়টির বিরুদ্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অমান্য করে ঢাকার বাইরে আউটার ক্যাম্পাস চালানো, দূরশিক্ষণ পরিচালনাসহ কিছু অভিযোগ রয়েছে। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ রয়েছে, সেখানে রাষ্ট্রপতি যোগ দেবেন না, এটাই প্রত্যাশিত। *প্রথম আলোর* প্রতিবেদন অনুযায়ী, এসব অভিযোগের কারণেই রাষ্ট্রপতি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব অনিয়মের দায়দায়িত্ব সেখানকার শিক্ষার্থীরা নিতে চাননি। তাঁরা রাষ্ট্রপতির কাছ থেকেই সনদ নেওয়ার প্রত্যাশা করেছিলেন। মুক্ত শিক্ষার্থীরা তাই সমাবর্তন হতে দেননি। এ ঘটনা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য একটি সতর্কবার্তা হিসেবেই আমরা বিবেচনা করছি।

বর্তমানে যে পুরোনো আইনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলছে, তা যে এখন অচল হয়ে পড়েছে সে ব্যাপারে দ্বিমত করার কোনো সুযোগ নেই। ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিদ্যমান পুরোনো আইন বর্তমানের চাহিদা মেটাতে অসমর্থ। সেই বিবেচনা থেকেই বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকদের একটি প্রভাবশালী অংশ শুরু থেকেই এ ধরনের উদ্যোগের বিরোধী। তারা পুরোনো আইনেই চলতে চায়। অধ্যাদেশ প্রণয়নের উদ্যোগের শুরু থেকেই এই মালিকদের তৎপরতার কারণে বহু ঘষামাজা করে যা চূড়ান্ত করা হয়েছিল, তাকে অনেকে দুর্বল অধ্যাদেশ হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে সেই অধ্যাদেশটিও পাস না করায় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যে অরাজকতা চলছিল তা অব্যাহত রয়েছে।

দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অন্তত পাঁচ-সাতটি মানসম্মত শিক্ষার বিষয় নিশ্চিত করতে সমর্থ হয়েছে, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় চেষ্টা করে যাচ্ছে, কিন্তু বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে নিছক সনদ বিক্রির ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ছাত্রছাত্রীরা যেমন প্রতারিত হচ্ছেন, তেমনি উচ্চশিক্ষার মানও নেমে যাচ্ছে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার ন্যূনতম মান নিশ্চিত করার জন্য তাই যত দ্রুত সম্ভব নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন ও কার্যকর করা জরুরি হয়ে পড়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে যে অধ্যাদেশটি প্রণয়ন করা হয়েছিল, সেখানে কিছু মূল বিষয়ে সব মহলের মধ্যেই মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই অধ্যাদেশটিকে ভিত্তি করে সহজেই নতুন আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে। আমরা আশা করব, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন এর কয়েকজন মালিকের ইচ্ছার কাছে জিম্মি হয়ে থাকবে না।